120

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... 09 MAR 1995 ...
পৃষ্ঠা 2 কলাম ... ১ ...

পরীক্ষা-নিরীক্ষার খেসারত

বিগত ২৪ বছরে এ দেশে সবচাইতে বেশী ক্ষতি হইয়াছে শিক্ষা বিভাগের। এই ক্ষতির ধরন-ধারণ ও ব্যাপকতা নূতন করিয়া উল্লেখের প্রয়োজন নাই। দেশের নিরক্ষর ব্যক্তির নিকটও দিবালোকের মত পরিষ্কার। সর্বশেষ ক্ষতি হইয়াছে মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রশ্নব্যাঙ্ক পদ্ধতি প্রবর্তনে। পূর্বেকার ব্যবস্থায় যাহারা অকৃতকার্য হইত তাহারা এই ব্যবস্থায় শুধু পাসই নয়, প্রথম শ্রেণীতে পাস করারও সুযোগ পাইয়াছিল এবং শিক্ষা বিশেষজ্ঞরা আলোচনার মাধ্যমে তাহার সত্যতা বহুবার তুলিয়াও ধরিয়াছিলেন। এই ব্যবস্থাটি যে কত ত্রুটিপূর্ণ দেশে প্রচলিত একটি চুটকি হইতে প্রমাণ পাওয়া যায়। এক ভদ্রলোক মাধ্যমিক পরীক্ষায় কয়েকটি লেটার পাওয়া পুত্রকে এক ব্যক্তির সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দিলেন। কিন্তু পুত্রের নাম বাদ যাওয়ায় ভদ্রলোক ছেলেটিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, বাবা তোমার নাম কি? ছেলের বাবা বলিলেন, ওভাবে সে বলিতে পারিবে না। আপনি ওকে পাঁচটি নাম বলেন। তাহা হইলে সে তাহার মধ্য হইতে তাহার নামটি বলিয়া দিবে। টিকমার্ক বা গোল বৃত্ত আঁকার পরীক্ষার পদ্ধতি সম্পর্কে সাধারণ মানুষের মধ্যে যে বিরূপ ধারণার সৃষ্টি হইয়াছে ইহা তাহার প্রমাণ। এই নূতন ব্যবস্থা আমাদের নূতন বংশধরদের অবৈধ উপায়ে মাধ্যমিক পরীক্ষায় পাস করার ব্যাপারেও উৎসাহিত করিয়াছে। গত মঙ্গলবার ঢাকার প্রায় সকল পত্রিকায় এতদসংক্রান্ত একটি সংবাদ ছাপা হইয়াছে। যাহাতে ছাত্র-ছাত্রীদের অভিভাবকেরা ছাড়াও সাধারণ নাগরিকেরা উদ্বেগ বোধ করিতেছেন।

বলাবাহুল্য, এই সংবাদটিতে বলা হইয়াছে যে, যশোর বোর্ডের অধীনে ১৯৯৫ সালের আসন্ন এসএসসি পরীক্ষায় মোট এক লক্ষ ৬৯ হাজার ছাত্র-ছাত্রী পরীক্ষার্থী হিসাবে নিবন্ধন পাইয়াছে, তন্মধ্যে প্রায় ৪০ হাজার ভুয়া। ইহারা ৮ম ও ৯ম শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রী। প্রশ্ন ব্যাংক উঠিয়া যাইতেছে শুনিয়া এই ছাত্র-ছাত্রীরা এক শ্রেণীর শিক্ষককে ২ হইতে ৪ হাজার টাকা দিয়া তাহাদের মাধ্যমে বোর্ড হইতে নিবন্ধন নম্বর সংগ্রহ করিয়াছে। এখন জানা গিয়াছে ইহা ভুয়া। এই ৪০ হাজার ছাত্র-ছাত্রী এখন পরীক্ষায় অবতীর্ণ হইতে পারিবে না এবং সাধারণ অভিভাবকদের নিকট হইতে ধান্ধাবাজ শিক্ষক ও বোর্ড কর্মচারীরা লক্ষাধিক টাকা হাতাইয়া নিয়াছে। এই ধরনের ঘটনা ঘটিতে যাইতেছে ইহা কয়েক মাস পূর্বেও দেশের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে শোনা গিয়াছিল এবং পত্র-পত্রিকায়ও তাহা ছাপাও হইয়াছিল। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ইহা রোধ করা সম্ভব হয় নাই। অবুঝ ছাত্রী-ছাত্রী ও তাহাদের অভিভাবকেরা অসাধু শিক্ষকদের পাতা ফাঁদে পা দিয়াছে।

সমাজের সর্বক্ষেত্রে যেখানে দুর্নীতি বিদ্যমান সেখানে শিক্ষা ক্ষেত্রটি দুর্নীতিমুক্ত থাকিবে ইহা কেহ আশা করে না। তবে ইহা অস্বীকার করা যাইবে না, অতীতে এই ক্ষেত্রটিতে তুলনামূলকভাবে দুর্নীতি কম ছিল। এখন দুর্নীতি শিক্ষার সর্বোচ্চ প্রশাসন ও সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ হইতে শুরু করিয়া নিম্নতম স্কুল, স্কুলশিক্ষক, ছাত্র, এমনকি অভিভাবক পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে। পরীক্ষায় নকল করা এখন ডাল-ভাত, পরীক্ষার খাতা বদলানো এবং প্রক্সি পরীক্ষা দেওয়াও এখন সাধারণ ব্যাপারে পরিণত হইয়াছে। ইহার সঙ্গে প্রশ্নব্যাংক বাটিকমার্কের মাধ্যমে উত্তর দেওয়ার পদ্ধতি সংযোজিত হওয়ায় শিক্ষা বলিতে যাহা বুঝায় তাহার মান আর নাই। সরকার অবশ্য এই পরীক্ষা পদ্ধতি তুলিয়া দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়াছেন। কিন্তু যে লক্ষ লক্ষ ছাত্র-ছাত্রী এই ব্যবস্থায় পাস করিয়াছে এবং প্রকৃতপক্ষে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে তাহাদের এই ক্ষতি জীবনে আর দূর হইবে না। দেশ ও সমাজের কল্যাণদায়িত্ব দেশের পণ্ডিতগণের উপর বর্তায় সর্বপ্রথম। তাহাদের পরামর্শ রাজনীতিক ও সরকার গ্রহণ করেন এবং প্রশাসনের মাধ্যমে তাহা বাস্তবায়িত হয়। পণ্ডিতেরা ভুল করিলে দেশ ও জাতি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। শিক্ষা ও পরীক্ষা পদ্ধতি নির্ধারণ যে পণ্ডিত-বিশেষজ্ঞদের উপর ন্যস্ত ছিল তাহাদের ভুলের জন্যই আমাদের সন্তানদের এই অপূরণীয় ক্ষতি হইয়া গেল। ভবিষ্যতে যাহাতে এরূপ ঘটনা আর না ঘটে সে ব্যাপারে আমরা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সুবিবেচনা প্রত্যাশা করি।